চট্টগ্রামে ১০০ কোটি টাকার জমি দখল

অভিযুক্ত সাংসদ পুত্রের সিন্ডিকেট

তারিক হাসান সজল, ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

সংঘবদ্ধ ভূমিদস্যু একালের 'বর্গী'র কাছে কি জিম্মি হয়ে যাবে চট্টগ্রামের নিরীহ জনগণ? গত ৯ এপ্রিল থেকে এ পর্যন্ত নগরীর অভিজাত এলাকা খুলশীর জাকির হোসেন রোডের তিন একর ৭৪ ডেসিমেল জায়গা দখল প্রক্রিয়ায় একের পর এক গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর নিজের হাতে ৪০ বছর আগে তৈরি ৫টি সেমিপাকা বাংলো। ১টি এখনো রেখে দেয়া হয়েছে দখলদার বাহিনীর আশ্রয়দাতা আনসার সদস্যদের আবাসস্থল হিসেবে। কেটে নেয়া হচ্ছে লাখ টাকার ফলদ এবং মূল্যবান গাছ। অব্যাহত এ প্রক্রিয়ায় নিঃস্ব করে দেয়া হচ্ছে সমৃদ্ধ বিত্তশালী পরিবারগুলোকে। হুঙ্কার দেয়া হচ্ছে, ধীরে ধীরে অন্যদেরও এভাবে উচ্ছেদ করা হবে। এ যেন সত্যিই 'মগের মুল্লুক'! এ ত্রাসের নব্য অধিপতি প্রভাবশালী সাংসদপুত্রের সিন্ডিকেট। পেনসিলভ্যানিয়া থেকে ফিরে নিজেদের জমির দখল পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হলেন ড. হাবিব। কর্মস্থলে ফিরেই গবেষক ড. হাবিব চিঠি লিখলেন শমশের মবিন চৌধুরীকে ১৩ মে। ২০ মে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে সরাসরি চিঠি দেন সবকিছু জানিয়ে। বক্তব্য একই, সাংসদ এবং সাংসদপুত্রের সিন্ডিকেটের অবৈধ দখল থেকে যেন তার পিতার কেনা জমি উদ্ধার করে দেয়া হয়। অন্যদিকে 'রিয়েল এস্টেট'-এর লোভে নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর পুরো জায়গা দখলের অপচেষ্টায় ব্যস্ত সন্ত্রাসীরা।

East Bengal Estate Acquisition And tenancy Act, 1950 অনুযায়ী প্রজাবিলি সম্পত্তির বিপরীতে বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ পায় জমিদাররা। মধ্যস্বত্ব বিলোপ করে প্রজাবিলি সম্পত্তির খাজনা আদায় করে সরকার নিজে। প্রজা নিজেই মালিক হয়ে যায় তার অধিকৃত সম্পত্তির। এতে জমিদারের পক্ষে কোনো দাবি আইনত অবৈধ। জমিদার নগেন্দ্র পাল (এনএন পাল) প্রজাবিলি সম্পত্তির মালিক নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী (১৯১৮-২০ থেকে ইয়াকুব আলীর মালিকানা থেকে ১৯৬১-তে কেনা)। যা ১৯৬২ সালে স্পেশাল জজের রায়ে নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর নামে পিএস খতিয়ান চূড়ান্ত হয়। এ পর্যন্ত নিয়মিত খাজনা দিয়ে গেছেন, কিছু জায়গা দানও করেছেন তিনি।

কলাপসিবল্ গেটে তালা মেরে দিয়েছে দখলকারীরা

নগরীর খুলশীর অভিজাত এলাকা জাকির হোসেন রোডের ব্যস্ত সড়কের পাশে পথচারীদের মুগ্ধ দৃষ্টি কাড়তো বন-বনানীর একটি দেয়ালঘেরা এলাকা। এলাকাটির মালিক নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী (৭৯)। স্ত্রী খাদিজা সিদ্দিকী (৭০), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী। চট্টগ্রাম সরকারি গার্লস কলেজের শিক্ষিকা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সামান্য বেতনটুকুও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের নিজের এ বাড়িতেই। সবই মাতৃভূমি এ দুর্ভাগা দেশটিকে ভালোবেসে। আজ এ দেশেই মহান মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি যুদ্ধাপরাধীর সন্ত্রাস, লুটের শিকারে পরিণত হয়েছে তার হাতে গড়া ৬টি সেমিপাকা বাংলোবাড়িসহ বন-বনানীতে ঘেরা বসতভিটা। এ শোক কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না খাদিজা সিদ্দিকী। বিলাপ করে শুধু কেঁদে যাচ্ছেন আর সেজদায় পড়ে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছেন। খোলা চিঠি

লিখেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে, যদি তার নজরে পড়ে, উদ্ধার হয় লুণ্ঠনকৃত সম্পত্তি।

ড. অলিউল্লাহ '৭৮-এ কিনেছেন সাড়ে ৮ গন্ডার মতো জায়গা ৩০ হাজার টাকা করে। এখন কমপক্ষে ২৫ লাখ করে এ জায়গার মূল্য। আশির দশকের প্রথম দিকে ৫ তলা বাড়ির নির্মাণকাজ শেষ হয়। অক্টোবর '০৩-এ দেশে ফিরে নিশ্চিন্তে কাটাচ্ছিলেন দিন। এর মধ্যে গ্রামের বাড়ি 'বিনকী আস্তানা'য় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মক্তব পরিচালনা করেছেন। প্যারালাইজড তরুণ ভাইপোর চিকিৎসাভার, বৃদ্ধা বিধবা বোনের চিকিৎসাসহ সার্বিক দায়িত্ব, গ্রামের অসহায়দের নানান বিপদাপদে দায়িত্ব পালন তো আছেই। এতো কিছুর পরও অসুস্থ ড. অলিউল্লাহ দেশ এবং সমাজকে ভালোবেসে শেষ জীবন নিশ্চিন্তে কাটাতে চেয়েছিলেন। সাপ্তাহিক ২০০০কে বললেন, কী হয়েছিলো ৯ এপ্রিল সকালে।

'আমি শয্যাশায়ী। সকাল ১০টায় দারোয়ান এসে বলে, 'পুলিশ নিয়ে কতোগুলো লোক এসে গেট খুলতে বলছে।' বললাম, 'জিজ্ঞেস করো- কেন, কোত্থেকে এসেছে?' এর মধ্যে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা দেয়াল ভেঙে দরজা পেটানো, হৈ-চৈ শুরু করে দিলো। বাড়িওয়ালাকে চাইলো, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয়। ভাড়াটেদের লিখিত বক্তব্য নিতে চায়। তারা কেউ দেয়নি। তাদের বলা হয়, এখন থেকে আমাদের ভাড়া দেবেন। আমরাই মালিক, কলাপসিবল গেট এবং মেইন গেটে তালা লাগিয়ে বৈদ্যুতিক

নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী

ডা: অলিউল-াহ

খাদিজা সিদ্দিকী

মিটারের সব কাটআউট খুলে নিয়ে যায়। বিদ্যুৎ-পানি বন্ধ হয়ে যায়।'

ড. অলিউল্লাহ আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে তালা ভেঙে ফেলেন। বললেন, 'কারা এলো কোনো কাগজপত্র ছাড়া, এভিডেন্স ছাড়া, বোঝা গেলো না। ৮ পরিবার ভাড়াটের শিশু-বৃদ্ধ সবাই সারা দিন উপোস, কান্নাকাটি করছে। সন্ধ্যায় কাটআউট কিনে দারোয়ানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, পানি চালু করলাম। ওয়াপদার অনুমতি ছাড়া এ রকম বন্ধ করতে পারে সব লাইন? দ্বিতীয় দিন একটা গ্রুপ এসে বলে, 'সাইনবোর্ড কে নামালো? তালা কে ভাঙলো?' আমার এক আত্মীয় ছিল তখন আমার সেবা করার জন্য। বলে, 'মানুষ কি অন্ধকারে থাকবে? এরা মানুষ না?' 'এখনই দেখাচ্ছি' বলে ২০-২৫ মিনিট পর এসে ভাঙচুর করে আবার সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয়। কয়েকটা গ্লাস ভাঙে জানালার। আবার গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে আত্মীয়স্বজন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জানাই। ভাঙচুর বন্ধ হয়। আবার কলাপ্সিবল গেটে তালা লাগিয়ে মেইন গেটে বসে থাকে। রাত ১০টার পর দু'জন দারোয়ান রেখে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে চলে যায়। এ পর্যন্ত ৯টি পরিবারের সবাই উপোস। গ্যারেজে কোনো গাড়ি ঢোকানো গেলো না। আত্মীয়ের বাড়িতে রাতে গাড়ি রাখলাম। আমি বললাম, তাদের যদি আইনগত অধিকার থাকে, রায় আমরা মানতে বাধ্য। সব ছেড়ে চলে যাবো, তবে সময় দিতে হবে। ৩০ বছর এ জায়গায় আছি। মানবতার খাতিরে তো কিছু সেন্টিমেন্ট বুঝতে হবে।'

আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টা করেছেন ড. অলিউল্লাহ। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে বিশাল অঙ্কের টাকার চাহিদার সঙ্গে সমঝোতার এক পর্যায়ে সাইনবোর্ড খুলে নিয়ে যায় তারা। বর্তমানে বাইরে 'অলি ভিলা' লেখা। প্রশ্ন উঠেছে, এখানে খালি জায়গা না থাকাতেই কি দখল ছেড়ে দেয়া হলো? নেয়া হলো নগদ! তবে কি নিশ্চিন্ত হয়েছেন ড. অলিউল্লাহ? সাপ্তাহিক ২০০০কে বললেন, এখনো নয়। খোদা যদি মুক্ত করে। এমন অরাজকতা! প্রবাস থেকে ফিরে ২৬ বছর পর নিজের মাতৃভূমিতে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়বো বুঝিনি। আফসোস হয়, কেন নিজের দেশে ফিরলাম? ডেজার্টে কতো কষ্টে অর্জিত উপার্জনের এ সম্পত্তি কেড়ে নেয়ার অপচেষ্টায় কার না কষ্ট হয়! দেশকে কতো বৈদেশিক মুদ্রা দিয়েছি! দখলদারদের ডেকে বলেছি, 'দ্যাখো এই যে বিল্ডিং- আই শ্যাল স্যাক্রিফাইজ মাই লাইফ, এ জায়গা আমি ছাড়বো না। প্রয়োজনে

নজরুল ইসলামের ৪০ বছরের সেমিপাকা এই বাড়িটি এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন

আমাকে গুলি করে ছিনিয়ে নিয়ে যাও, কোনো আক্ষেপ থাকবে না।'

সাপ্তাহিক ২০০০কে অলিউল্লাহ বললেন, 'দেশে কি কোনো আইনকানুন নেই? আইন মতে আমি বৈধ। ক্ষমতা পেয়ে অবৈধ শক্তি দখল নিচ্ছে। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি হবে না কে বলবে? আমি সন্দিহান। আমার জনবল নেই, তাই সমঝোতার পথ নিতে বাধ্য হয়েছি। আমরা মোল্লা পরিবার। বাবা বলতেন, ছাড় দাও। আমি ছাড় দিয়ে চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেছি এ দুর্বল শরীরে। ভীষণ অনিশ্চয়তা ও শঙ্কায় কাটছে জীবনের শেষ দিনগুলো। আমার অসহায় পরিবার কোথায় দাঁড়াবে? আমার স্কুল-মাদ্রাসা সব বন্ধ হয়ে যাবে। প্রশাসনের সহযোগিতা কি পাবো না?'

সিএমপি কমিশনারের কাছে ফ্যাক্সে পাঠানো ২৬ এপ্রিল '০৫ ইউএস অ্যাম্বাসি থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল সিকিউরিটি অ্যাটাশে ডেভিড এ. মটলে স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশী ইউএস নাগরিকের পরিবারের সম্পদ ২০, জাকির হোসেন রোডের ১৯৫৮ সালের মালিকানার দলিলে দাবিদার। ৬ তলা ভবন ছাড়া পুরো জায়গাটা অনুন্নত। সাড়ে ৩ একরের এ জায়গাটি ৯ এপ্রিল '০৫ স্থানীয় একশ' সশস্ত্র সন্ত্রাসী ভুয়া কাগজপত্র নিয়ে দখল করেছে। 'অরণিকা' নামের ৬ তলা ভবনটি ছাড়া সবই সন্ত্রাসীরা দখল নিয়েছে, যেখানে জমির মালিকের বৃদ্ধ বাবা-মা থাকছেন। তাদেরও উচ্ছেদের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। যাতে পুরোটা তাদের দখলে চলে যায়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ৪৬ বছর ধরে বসবাসকারী ইউএস নাগরিকের এই পরিবারটির পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানানো হয় এ চিঠিতে।

১০ এপ্রিল '০৫ হাবিব সিদ্দিকী পররাষ্ট্র সচিব শমশের মবিন চৌধুরীর কাছে পাঠানো রাষ্ট্রদূতের কাছে লেখা চিঠিতে লিখেন, 'সম্প্রতি দেশ থেকে ফিরে আমার মনে হচ্ছে অর্থ এবং পেশিশক্তির কাছে সবই তুচ্ছ। আইনশৃঙ্খলার প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাবোধও কারো নেই, কোনো নাগরিকের নিরাপত্তাও নেই। দুর্নীতির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে পুরো জাতি। ভূমিদস্যুর ভূমিকায় প্রভাবশালী চক্রের সিন্ডিকেট অসহায় করে তুলেছে নাগরিক জীবন।'

বলা হচ্ছে, 'আপনার পরামর্শ মতো প্রভাবশালী সাংসদের সঙ্গে আমি দেখা করেছি আমার খুলশী সম্পত্তির ব্যাপারে। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাদের পরিচিত। তারা আমার বোন নাসরিনের বাড়িতে থাকতো আমেরিকায়। স্থানীয়রা তাদের দেখেছে আমাদের কম্পাউন্ডে কয়েকবার। জমি দখল ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে তাদের বারবার যাওয়া হচ্ছে না- সবাই জানে। আমার সহপাঠী সাঈদ ইস্কান্দারের সঙ্গেও দেখা করেছি। তিনিও ওই সাংসদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চান না। প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেজর (অবঃ) কামরুলের সঙ্গে সরওয়ার জামাল নিজাম এমপি- জিন্নাহর (এসপি) সঙ্গেও দেখা করেছি। পুলিশ জিডি নিতে চায় না। সন্ত্রাসীদেরও গ্রেপ্তার করে না। চট্টগ্রাম আদালত থেকে একটি ডিক্রি নিয়ে তারা আমাদের পুরো জায়গা দখলে পুলিশি সহায়তা নিচ্ছে। যা সামান্য জায়গার পক্ষে ডিক্রি। অথচ পুলিশ আমাদের ডাকে আসছে না। বলছে, 'আমাদের পুলিশ বাহিনী ক্লান্ত!' এভাবে নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা কিভাবে সম্ভব?' ডিসি নর্থ আবদুল্লাহহেল বাকী সাপ্তাহিক ২০০০কে বললেন, 'জমি-জমার ব্যাপারে পুলিশ জড়িত হতে পারে না, আইনে কিছু সমস্যা আছে।'

নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর পরিবার ৮ এপ্রিল থেকে ১৩ মে পর্যন্ত ৮টি জিডি করেছে খুলশী থানায়। তাও খুব সহজ স্বাভাবিক পন্থায় নয়। অসংখ্যবার ধর্না দিয়ে নানান টালবাহানায় বারবার ফিরে এসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে। তাদের পক্ষে কোনো পুলিশ বা আনসার দেয়া হয়নি। ২১ এপ্রিল বিকেলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে কথা বলার পর এ পর্যন্ত প্রথমবারের মতো ডিসি নর্থ খুলশীর নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর দখল হয়ে যাওয়া বাড়ি পরিদর্শনে যান।

২০ মে সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলার সময় উপস্থিত আনসার কমান্ডার শাহাবুদ্দিন বলেন, 'আমরা হুকুমের

সিদ্দিকী পরিবারের ৭টি জিডি : পুলিশ নীরব

৮ এপ্রিল থেকে ২০ মে পর্যন্ত প্রাণনাশের হুমকি, হত্যা, উচ্ছেদ, অপহরণের হুমকির অভিযোগে ৮টি জিডি করা হয় সিদ্দিকী পরিবারের পক্ষ থেকে। কোনো পুলিশ দেয়া হয়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণেও কেউ যায়নি।

১. ৮/৪/০৫ (৩৪৫) নং জিডিতে জোর দখলের আশঙ্কায় পুলিশি সহায়তা প্রার্থনা করে।

২. ২৫/৪/০৫ (১০৬২) নং জিডিতে আসামি জাকির হোসেন এবং জসীমউদ্দিন। হত্যা, উচ্ছেদ, অপহরণের হুমকি, লুটপাটের চেষ্টা, বাসভবনে হামলার চেষ্টা বন্ধের দাবিতে পুলিশি নিরাপত্তা দাবি করেন নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী এবং খাদিজা সিদ্দিকী।

৩. ২৮/৪/০৫ (১১৯০) নং জিডিতে রহিমের বিরুদ্ধে কিরিচ দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি, গাছ কেটে নেয়ার অভিযোগে জেসমিন সিদ্দিকী (বড় মেয়ে পুলিশি সহায়তা কামনা করেন)।

৪. ৪/৫/০৫ (১৪১) নং জিডিতে জমির গাছপালা কেটে, আদালতের নির্দেশ অমান্য করে (ডিক্রি পাওয়ার পর) অনুপ্রবেশকারীদের অবৈধ তৎপরতা, হুমকি বন্ধের দাবিতে জেসমিন সিদ্দিকী অভিযোগ দায়ের করেন।

৫. ৪/৫/০৫ (১৪৯) নং জিডিতে জীবনের নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন বড় জামাতা গোলাম রসুল। ০৮৯৩৮০৫৫৬/০১৮৯৩১৭৭৬৭ থেকে ফোন করে জসীম তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। বাড়ি ভেঙে ধুলায় মিশিয়ে দেয়ার সময় বাধা দেয়াতে কিরিচ দেখিয়ে হুমকি দেয়। বলে, কাফনের কাপড় তৈরি রাখতে।

৬. ১১/৫/০৫ (৩৯৬) নং জিডিতে জেসমিন সিদ্দিকী অভিযোগ করেন তিনটি সেমিপাকা ঘর ভেঙে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে হুমকি দেয়া হচ্ছে, প্রশাসনের সহায়তা চেয়ে ডায়েরি করেন তিনি।

২০/৫/০৫ (৭৭৫) নং জিডিতে জেসমিন সিদ্দিকী অভিযোগ করেন পাম্প হাউস ভেঙে ঘরের মালপত্র নিয়ে গেছে লুঠপাট করে। গুদাম লুট করা হয়েছে। সেদিন তাকে আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয় নানান টালবাহানায়। ডিউটি অফিসার বলেন, 'এতো জটিল ব্যাপার, আমাদের হাত বন্ধ। ওসি আব্দুল মতিন বলেন, 'জিডি নিচ্ছি, তবে আমি ছোটখাটো মানুষ, ভয় পাই'।

আনসারদের বাধার মুখে বাস্তভিটায় ছবি তুলতে পারেননি প্রবাসী পরিবার

দাস। যারা বলবেন তাদের কাজ করবো। উপরের নির্দেশ, তাই এখানে ডিউটি করছি।'

সাপ্তাহিক ২০০০কে নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী বললেন, প্রভাবশালী সাংসদের ছেলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করার জন্যে আমার ১০০০ গাছ কেটে এই জায়গা দখল করেছে। এই জায়গায় আমি গত ৪৮ বছরে আম, জাম, কাঁঠাল, বেল, নারকেল, সুপারি, কামরাঙা, জলপাই, সেগুন, মেহগিনি, জারুল, চাঁপা, গামারী গাছ লাগিয়েছি। ভাবতে চোখ ভিজে যায়, বুক ভেঙে যায় আজ তারা সব গাছ নির্দয়ভাবে কেটে বিক্রি করে লাখ টাকা রোজগার করছে। দিনে ১৫০/২০০ টাকা মজুরিতে সন্ত্রাসী ভাড়া করছে। বৈধ মালিকানা যদি থাকবে তবে এতো সন্ত্রাস কেন? অত্যাচার করে দখল করছে কেন? প্রয়োজনে এক্সচেঞ্জ করো। সরকার আমার থেকে জায়গা নিয়ে লায়ন্সকে দিয়েছে। ওদের স্টাফ কোয়ার্টার আমারই দেয়া জায়গায় হয়েছে। তার বিনিময় মূল্য দিয়েছে সরকার। যদি আমার মালিকানা বৈধ না হতো, নিশ্চয়ই সরকার নিতো না।

১১ এপ্রিল '০৫ ইউএস অ্যাম্বাসিকে চিঠি লিখে সাহায্যের আবেদন করেন নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর মেজ মেয়ে নাসরীন ফারুক। ছোট ছেলে ড. শামীম সিদ্দিকীর পরিচয় দেন ড. হাবিব সিদ্দিকী। যিনি এখানে নিজেকে গ্লোব্যাল সিক্স সিগমা লিডার হিসেবে ফিলাডেলফিয়াতে প্রতিষ্ঠিত মাল্টিন্যাশনাল কেমিক্যাল কর্পোরেশনের অধীনে কর্মরত বলে পরিচয় দিয়েছেন। এখানে বলা হচ্ছে নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী তার বৈধ মালিকানার পক্ষে দলিলপত্র নিয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত, দুর্ভাগ্যবশত চট্টগ্রামের কোনো আদালতে এ মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

দালাল জাকির মাস্টার যেভাবে দখলের অপচেষ্টা করে

এ জমি দখলের চেষ্টা চলেছে গত কয়েক বছর থেকে। দেড় বছর আগে নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর ছোট মেয়ে ডা. সাবরিনা সিদ্দিকীর কাছে জাকির হোসেন মাস্টার তার অসুস্থ কন্যাকে দেখাতে আনেন। জীর্ণ পোশাকে জাকির মাস্টার বলেন, 'খুব শীঘ্রই আমার অনেক জায়গা হবে, তখন এতো গরিব থাকবো না আমি। খুলশীতে আমার দখলে কিছু জায়গা আসবে'। তখনো সাবরিনা জানেন না তাদেরই জায়গা নিয়ে এ কথা হচ্ছে। জাকির মাস্টারও জানতেন না সাবরিনাদেরই জায়গা সেটা।

জমিদার মৃণালেন্দু পাল ভারতে স্থায়ী হবার পর তার 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' বা আমমোক্তারনামা'র নামে নানাজন হাতিয়ে নিয়েছে লাখো টাকা। ফেব্রুয়ারি '০৪ তিনি মারা গেছেন। তার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি জাকির হোসেনের কাছে সম্পাদন করেন ১৬/১১/৯৭, বাতিল করেন (তারিখ নেই) তিনি নিজেই যা শনাক্ত করেন তার কন্যা মিত্রা পাল। এখানে দুই দ্রোন নয় কানি সাত গন্ডা

নতুন দেয়াল তুলে, পুরোনো দেয়ালে রং করে নতুন মালিকানার দাবী চলছে

পাহাড়, টিলা লেখা হয় ৪০ টাকার ২টি স্ট্যাম্প, ২০ টাকার একটি স্ট্যাম্পে। সেই থেকে জাকির মাস্টার একেকজনকে এসব জায়গা বেচাকেনা করে বিশাল বাণিজ্য ফাঁদে।

নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর পরিবার থেকে ২০০০কে এ তথ্য দিয়ে বলা হয় কাগজপত্র সবই আমরা জোগাড় করছি যা প্রয়োজন। কখনো ভাবিনি এরকম কিছু হতে পারে।

১৩ মার্চ '০৪ ড. হাবিব সিদ্দিকী প্রভাবশালী সাংসদকে ই-মেইল করেন, 'আশা করছি আপনার ছেলের সঙ্গে আলাপ করে তাকে আমাদের সম্পত্তির একজন সম্ভাব্য ক্রেতা হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করবেন এবং যে কোনো চক্রান্ত ও যোগসাজশ থেকে বিরত রাখবেন'। দু'দিন পর ১৫ মার্চ এই মেইলের জবাবে সাংসদ লিখেন 'আপনার বন্ধু, প্রধানমন্ত্রীর ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন- সেটাই আমার পরামর্শ। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য যা করা দরকার মনে করেন করুন।'

৯ এপ্রিল : সন্ত্রাসী চাম্পাইয়ার নেতৃত্বে দখল

প্রভাবশালী সাংসদের ঘনিষ্ঠ ক্যাডার চাম্পাইয়ার (আবু হানিফ) নেতৃত্বে খুলশীর ২০ জাকির হোসেন রোডের বাড়িটির সঙ্গে আরো দু'টি বাড়ি দখল করে। পরবর্তীতে চাম্পাইয়া সরে গেলে সার্বক্ষণিক উপস্থিতিতে সন্ত্রস্ত করে রাখে ঢেবার পাড়ের সন্ত্রাসী রহিম।

ঘটনার দেড় মাস পর ২২ মে পুলিশ প্রহরা

২০ মে সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবেদক সরেজমিন পরিদর্শনের পর ২১ মে ডিসি নর্থ আব্দুল্লাহেল বাকীর সঙ্গে টেলিফোনে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি পরদিন দু'পক্ষকে নিয়ে বসার কথা বলেন। সেই সঙ্গে বলেন, ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পুলিশের ডিল করা সমস্যা'। আনসার প্রহরা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যারা জমির বৈধ মালিক তারাই আনসার পাবে। এক্ষেত্রে জমির মালিকের বৈধতা কী করে নিশ্চিত হয়ে দখল দায়ী চক্রের পক্ষে আনসার মোতায়েন হলো? ২০০০-এর এ প্রশ্নে তিনি আনসার অ্যাডজুটেন্টের দায়িত্ব বলে জানালেন। কিন্তু আনসার সদস্যরা নিজেদের ডিসি নর্থের লোক দাবি করছে শুনে বললেন, 'যে কেউ বলতে পারে সে বুশ-এর লোক। তবে তিনি বিষয়টি দেখবেন বললেন। ২২ মে রবিবার সকালে ডা. সাবরিনা সিদ্দিকীকে তার অফিসে ডিসি নর্থ ডেকে বললেন, ২০০০ থেকে ফোন করেছে, সম্ভবত তারা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। আমি দেখছি আপনাদের বিষয়টি বেশ সিরিয়াসলি।'

ঘটনার এক মাস ১২ দিন পর বিকেলে সিদ্দিকী পরিবার পুলিশ প্রহরা পেলেন এবং বলা হলো যাতে গাছ কাটা বন্ধ হয়, সেটা নজর রাখবে পুলিশ। এইটুকু সহযোগিতা শেষ পর্যন্ত প্রশাসন করেছে, আশাবাদী সিদ্দিকী পরিবার কৃতজ্ঞতা জানালেন ২০০০কে। ৭টি জিডি করার পরও কাউকে দখলদারি শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে ব্যর্থ হওয়ায় হতাশ ছিলেন সিদ্দিকী পরিবার।

খুলশী থানার ওসি মতিন ২০০০কে বললেন, 'জজকোর্টের নেজারত শাখা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই। যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজের নির্দেশে আমরা নেজারত শাখাকে ৪০ জন পুলিশ দিয়ে সহায়তা করেছি।' মূল মালিকদের পুলিশি সহায়তার আবেদন প্রসঙ্গে বললেন, 'ওদের ব্যাপারে কোনো অর্ডার নাই তাই যাইনি। তবে তারা জিডি করেছেন।'

আমেরিকাতে তারেক জিয়ার হাতে ড. হাবিবের আবেদন

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের হাতে ড. হাবিব সিদ্দিকীর আবেদন তুলে দিয়েছেন শমশের মবিন চৌধুরী ২১ মে ২০০৫ শনিবার। সিদ্দিকী পরিবারের আশা, হয়তো এবার কিছু হবে।

কে এই সাংসদ

গডফাদার, মাফিয়া, চোরাচালানের সঙ্গে এ সাংসদের নাম আলোচিত হয়। তিনি আলোচিত যুদ্ধাপরাধী হিসেবেও। সেই সাংসদের পুত্র এখন দখল শুরু করেছেন নতুন উদ্যোমে। তাদেরকে থামানোর যেন কেউ নেই। রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের প্রধান আশ্রয়স্থল।